৪৬ লাখ টাকা দিয়েও ইতালি যাওয়া হলো না সোহেলের, লাটভিয়ায় মৃত্যু

বৈধ পথে ইতালি যাওয়ার স্বপ্নে ৪৬ লাখ টাকা দিয়েও গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেননি ঝিনাইদহের সোহেল রানা। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে বিভিন্ন দেশে ঘোরানো, আটকে রেখে নির্যাতন ও মুক্তিপণ দাবি করা হয়।

পরে লাটভিয়ার একটি জঙ্গল থেকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধারের পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৮ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় সোহেলের স্ত্রী জেসমিন সুলতানা ঝিনাইদহের মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন ট্রাইব্যুনালে নয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। মামলায় মানব পাচার, নির্যাতন, মুক্তিপণ আদায় ও হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মামলার এজাহার অনুযায়ী, সোহেলকে বৈধ পথে ইতালি পাঠানোর কথা বলে প্রথমে ২৬ লাখ টাকা নেওয়া হয়। ২০২৫ সালের ৬ এপ্রিল তাঁকে কাতারে পাঠানো হয়। ৯০ দিনের মধ্যে ইতালি পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও তাঁকে কাজ দেওয়া হয়নি। পরে দেশে ফেরার টিকিট পাঠানো হলেও তাঁকে ফিরতে না দিয়ে মিসর হয়ে ইতালি পাঠানোর কথা বলে আরও পাঁচ লাখ টাকা দাবি করা হয়। অভিযোগ, ওই টাকা দেওয়ার পর ২০২৬ সালের ১৪ আগস্ট তাঁকে মিসরে পাঠানো হয়।

এজাহারে আরও বলা হয়েছে, সোহেলের পাসপোর্ট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কেড়ে নিয়ে তাঁকে বিভিন্ন দেশে ঘোরানো হয়। পরে বেলারুশ হয়ে তাঁকে লাটভিয়ায় নেওয়া হয়। গত ২৫ আগস্ট তাঁর ফোন ব্যবহার করে পরিবারের কাছে ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন তারিখে টাকা পাঠানো হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। ৯ অক্টোবর ইতালি থেকে অভিযুক্তদের একজন ফোন করে আরও সাড়ে চার লাখ টাকা দাবি করেন বলেও মামলায় বলা হয়েছে।

সোহেলের শ্যালক ইশতিয়াক আহমেদ জানান, দীর্ঘদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার পর পোল্যান্ডে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের

দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসেছে মিলন বিশ্বাস

বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভাগ্য বদলের স্বপ্ন নিয়ে প্রতিনিয়তই দেশের যুবকেরা বৈধ-অবৈধ পথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমান। সরকার বারবার বিভিন্ন মাধ্যমে বৈধ পথে বিদেশ যেতে উৎসাহিত করলেও একশ্রেণীর দালালদের খপ্পরে পড়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে স্বপ্নের দেশে যেতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশ পাড়ি জমান তরুণরা।

ভাগ্য সহায় হলে বিভিন্ন দেশের কাঁটাতার ফাঁকি দিয়ে পৌঁছাতে পারেন স্বপ্নের দেশে। আর কারো ভাগ্য সহায় না হলে লাশ ফিরে আসে দেশে, কেউবা ফেরে নিঃস্ব হয়ে। এমনই এক ভুক্তভোগী মিলন বিশ্বাস। উন্নত জীবন যাপনের আশায় মানব পাচারকারী মাফিয়া গ্রুপের প্রলোভনে পড়ে নিজের শেষ সম্বল টুকু দালালের হাতে তুলে দিয়ে পথে পথে ঘুরছে মিলন বিশ্বাস (৪৫) নামের এক ভুক্তভোগী। মিলন বিশ্বাস মেহেরপুর সদরের বারাদী গ্রামের বাসিন্দা এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানাধীন খাদিমপুর গ্রামের আলাউদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে।

জানা যায়, গত ২০২৩ সালে সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামের চান্দালীর ছেলে উজ্জ্বল নামের এক দালালের সাথে কথা হয় মিলন বিশ্বাসের। পানি পথে লিবিয়া থেকে ইতালি নিয়ে যাবে এবং মোটা অংকের বেতনের স্বপ্ন দেখায়। দালালের কথাতে মন গলে তার, উন্নত ভবিষ্যৎ কে না চাই? এক পর্যায়ে দালালের কথায় রাজি হয়ে চুক্তিবদ্ধ হয় দুজনে। ১৫ দিনের মধ্যে লিবিয়া থেকেই ইতালি নিয়ে যাবে এই মর্মে ১০ লাখ টাকায় চুক্তি হয়। পরবর্তী সময়ে মাফিয়াদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে দিল্লি হয়ে দুবাই যান মিলন বিশ্বাস, সেখান থেকে পৌঁছায় লিবিয়ার তব্রুক শহরের এক গেম ঘরে। ওখানে পৌঁছানোর পরেই ১০ লাখ টাকা শোধ করে নেয় উজ্জ্বল । আর এভাবেই সেখানে গিয়ে দেখা মেলে মেহেরপুর সদরের কলাডাঙ্গা গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে রুবেল, হান্নানের ছেলে সোহাগ, হাকিমের ছেলে হাসিব, রুহুলের ছেলে হোসাইন সহ বাংলাদেশ থেকে যাওয়া প্রায় ২০০ জনের সাথে। সকলে একই

পথের যাত্রী। সকলেই পানিপথে ইতালি যাবে সেই আশায় সহায় সম্বল বিক্রি করে টাকা দেয় দালালদের হাতে। লিবিয়ায় পৌঁছানোর পর শুরু হয় দালালদের তালবাহানা। ১৫ দিনের কথা বলে সেখানে নিয়ে গেলেও মাসের পর মাস সাহারা মরুভূমির সেই গেম ঘরে তাদেরকে আটকিয়ে রাখা হয় ।

সেখান থেকে অস্তিঃসারশুন্য দেহ নিয়ে কোনরকম প্রাণে ফিরে অবর্ণনীয় নির্যাতনের কাহিনী বলেন মিলন বিশ্বাস।

তিনি বলেন, গেম ঘরের অন্ধকার ছোট্ট কামরায় গাদাগাদি করে থাকতে হতো আমাদের। প্রতিটি কক্ষে ১০-১৫ জন ফ্লোরিং করে থাকতাম। তিন বেলা খাবার জুটতো না, অনাহারে অর্ধহারে কতদিন কাটিয়েছি তার হিসেব নাই। সেখান থেকে মাফিয়াদের হাতে তুলে দিয়ে বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলে। নয়তো প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিত। কারণে-অকারণে মারধর ও শারীরিক নির্যাতন চালাতো। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে আবারও বাড়ি থেকে কয়েক দফায় ৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা দেয়া হয় মাফিয়াদের হাতে। পরবর্তীতে তারা গেমে পাঠানোর নাম করে নিয়ে গিয়ে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেয়। পুলিশ সবাইকে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরে দেয়। লিবিয়ার বেনগাজী গানফুদা জেলে দুই মাস ছিলাম। সেখানে চলে অবর্ণনীয় নির্যাতন। সারাদিনে একবার খুবই অল্প পরিমাণে ভাত খেতে দিত, দুইবার দিত দুই রুটি, ছিল খাবার পানির সংকট । সেখানে নিয়মিত চলতো পুলিশের মাইর, বিদ্যুতের শক ও বুটের লাথি। সেখানকার নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অনেকেই বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। ছোট্র কামরায় শোয়ার কোন ব্যবস্থা নাই, নেই গোসলের স্থান। ১৫ দিনেও একবার গোসল হতো না। গরমে অনেকেই চর্মরোগ সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়।

পরবর্তীতে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) এর সহযোগিতায় সকল বন্দীদের মুক্ত করে দেশে পাঠিয়ে দেয়। আমি এক বছর ১০ মাস পর গত ২৮শে মে ২০২৫ কোন রকম প্রাণ নিয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে দেশে ফিরি। আমি এই সকল দালাল ও মানব পাচারকারী মাফিয়াদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও আমার ক্ষতিপূরণ সহ সঠিক বিচার চাই।

আর এভাবেই দালাল চক্রের মিথ্যা প্রলোভনে পড়ে হাজারো তরুণের স্বপ্ন ভঙ্গ হচ্ছে। অনেকেই নিঃস্ব হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পরিবারের বোঝা হয়ে।